ভিন্নরঙ্গ

অসিত রায়

ক্ষমা কর দামিনী। আমি পারিনি। আমি ভীত, সন্ত্রস্ত। এলিমেণ্টাল ফিয়ার। তোমার শরীর যে আমার পৌরুষের পরীক্ষা নেবে। তোমার মোহভঙ্গ হবে। অকৃতকার্যতার মুখোমুখি হতে আমি ভয় পাই। আমি পাথর নই। আমি সন্ত্রস্ত কাছিম যে খোলসের মধ্যে ঢুকে গেছে। কঠিন বর্মকে তুমি ভাবছ পাথর। তোমার ভাবনা যেন এই খাতেই বয়ে যায়। তোমার মোহমুক্তি যেন না ঘটে। মোহ ভাঙ্গলে, তুমি ভাঙ্গবে আমি ভাঙ্গব। শ্রীবিলাস জানে আমি কবি। তাইতো অসামান্য লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেঁচে আছি; যৌবনের প্রান্তে এসেও আমি সম্ভাবনাময়। লেখনী উদ্যত নয়; উত্থিত নয় লিঙ্গ। মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাক তোমরা—শ্রীবিলাস প্রশ্ন তুলবে না আমার কলম কেন অচল; দামিনী জানতে চেয়োনা আমার লিঙ্গ কেন নিদ্রিত। এলিমেণ্টাল ফিয়ার।

চতুরঙ্গের মালিকানা

লেখা কার? লেখকের? তবে লিখে বাক্সবন্দী করে রাখলেই হয়, কেন এই প্রত্যাশা গৌরজন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি? লেখা পাঠকের? লেখা গৌরবাসীর? চতুরঙ্গ উপন্যাস কার? রবীন্দ্রনাথের না পাঠকবর্গের? রবীন্দ্রনাথের দাবি গ্রাহ্য হলে, মালিকানার চরিত্র প্রোপ্রাইটারি। রায় পাঠককুলের অনুকূলে গেলে মালিকানার চরিত্র পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানি যার অসংখ্যের মাঝে এই কলমজীবী একজন শেয়ারহোল্ডার। কলম আমার জীবিকা নয়; ইস্কুল মাস্টারের ক্ষেত্রে চকজীবী কথাটি বেশি ভাল শোনাবে। শব্দটি বাংলাভাষায় এইমাত্র জন্মাল বা মৃত হয়ে জন্মাল—স্টিলবর্ন বেবী। চতুরঙ্গের মালিকানা মামলায় লেখক আনরেপ্রেজেন্টেড আছেন, কারণ লেখক স্বর্গীয় (মর্ত্যধামে অনেক নারীসঙ্গের জন্য কি তিনি স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হবেন?)। নীতিবাগীশেরা যাই বলুন, রবীন্দ্রনাথের অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক। স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হোন। পুরাকালে দেবরাজ নারী-সম্ভোগের জন্য অনেক উৎপাত করেছেন মর্ত্যলোকে। এবার আমাদের পালা; ইন্দ্র বনাম রবীন্দ্র। জয় হোক মর্ত্যবাসীর। হিপ্-হিপ্-হুর্রে! একতরফা শুনানীতে এইমাত্র চতুরঙ্গ মোকদ্দমায় জয়ী হল পাঠকবর্গ (আমরা/আমি)। আমি কি জয়ী

হলাম ? অসংখ্য অনামী শেয়ারহোল্ডাররা কি সত্যই রিলায়েন্স, টিস্‌কো বা হিন্দুস্থান লিভারের মালিক ?

পাশার দান ওল্টাতে হবে। ম্যানেজমেন্টে, আমাদের কথা থাকতে হবে। চতুরঙ্গের ম্যানেজমেন্টে আছেন কিছু গুরুমশাই—তাঁরা সমালোচনা করেন অথবা অধ্যাপনা অথবা সাহিত্যসৃষ্টি অথবা তারা থ্রি-ইন-ওয়ান। তাঁদের পরিচালন-সূত্র অনুযায়ী—সরু ফালি কলকাতার জোলো মাটি থেকে কিছু রস, কিছু রৌদ্র আহরণ করেছে শচীশ। লেখকের আপাত পক্ষপাতিত্ব আছে শচীশের প্রতি (ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ব্যাকিং); বাকি কাজ করেছে বোর্ড অব্ ডাইরেক্টর্স; সঙ্গে আছে প্রফেসনাল ম্যানেজার্স। শচীশ বাংলা সাহিত্যের মানুষ নয়, অনেকটাই মিথ।

নতুন করে পড়া হোক চতুরঙ্গ; পুনর্পাঠ। গুরুমশাইদের মুখ-নিঃসৃত বাণীতে বধির থেকে; ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে জাগ্রত রেখে। ঔপন্যাসিক কী বলতে চাইছেন—পাঠ হবেনা এই নিরিখে। অন্বেষণে আমি কী পাচ্ছি সেটাই বড় কথা; পুনর্পাঠের মূল ভিত্তি। এবং পুনর্নির্মাণেরও। রবীন্দ্রনাথের মালিকানা নেই; মালিকানা আমার, আপনার। অবহেলিত রিসোর্সের প্রপার মবিলাইজেশন এখন অত্যন্ত জরুরি। সাবেকি সংস্থার ভার আছে, ধার নেই।

পুনর্পাঠ : পুনর্নির্মাণ

অন্ধকার এবং ভয় নিয়ে ভিন্নরঙ্গ শুরু। পাত্র : শচীশ-দামিনী। স্থান : পাহাড়ের গায়ে খোদিত গুহার গহ্বর। সময় : ত্রিযামা যামিনী। বিষয় : শচীশের ক্লস্ট্রোফোবিয়া।

গুহায় অনেকগুলি ঘর। একটিতে কম্বলের উপর শয়ান শচীশ। মাথায় অবিন্যস্ত চিন্তা : কালো বাসনা কেন অন্ধকারে লালিত হয়…ননিবালার আত্মহত্যা…মৃত শিশু প্রসব…বিকৃত বাসনায় জারিত পুরন্দর…বেন্থামের ভাবশিষ্য জ্যাঠামশাই…বেন্থাম ভুল। হোয়াট ইজ গুড ইজ প্লেজার অর হ্যাপিনেস। ভুল সবই ভুল। ইভিলের মাঝে লুকিয়ে থাকে প্লেজার… স্ত্রী বর্তমানে পুরুষের জীবনে পরনারীর হাতছানি…ভ্রমর আছে, কিন্তু প্লেজারের উৎস রোহিনী…দামিনী…শুদ্ধচারিণী বিধবা নয় সে; শরীরকে অস্বীকার করে নিবৃত্তির সাধনা তার নয় : সে শরীরী নারী। লীলানন্দ স্বামী যাই বোঝাক না কেন, পুরুষাঙ্গ বাদ দিয়ে পৌরুষের অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। আমার তো ভ্রমর নেই, তবে কেন রোহিনীকে ভয় ? পাপকে ভয় নয়, ভয় দামিনীর শরীরকে। পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে বাসনা বল্গাহীন ঘোটকীর মত বাঁধা-নিষেধছাড়া। ভীতিপ্রদ।…ঘুমুতে চাই; সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হতে চাই; কিছুক্ষণের জন্য চেতনা অবশ হয়ে যাক।

ঘুমিয়ে থাকা রাজা আর দাসে কোনো তফাত নেই। নিদ্রাদেবী সাম্যের জয়গান গায়। জাগ্রত অবস্থায় অহঙ্কারী পদক্ষেপ; বসার ভঙ্গি ঋজু; স্বরক্ষেপণ পরিশীলিত। কিন্তু নিদ্রাদেবী যাদুকরী; তার যাদুর মায়ায় কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে থাকে রাজপুত্র এবং গ্রাম্য ভাঁড়। চোখ বন্ধ, মুখ হাঁ-করা; বাঁহাত ডান কানের তলায়, অন্য হাতটি

অসহায়ভাবে এলানো ; এক হাঁটু বুকের কাছাকাছি, অন্য পা ছড়ানো। শচীশকে দেখছে দামিনী। শুয়ে আছে অসহায়, ব্যক্তিত্বহীন। অন্ধকারে চোখ জ্বলছে দামিনীর ; এ অন্ধকার আদিম, ক্ষুধার্ত ; সৃষ্টির আগের অন্ধকার। অন্ধকারে সৃষ্ট হবে প্রাণ। আভরণহীনা দামিনী ত্যাগ করে তার আবরণ ; বসন এখন অকিঞ্চিতকর। পুরুষের পুরুষাঙ্গের আগুন ও নারীর গর্ভের জলে লালিত হবে প্রাণ। বর্বর পুরুষের সাথে আজ মিলিত হবে আদিম নারী। মন নয়, বুদ্ধি নয়—দামিনী এখন শুধুই শরীর।

…এ কি অজগর ! সাপিনীর লালাসিক্ত বেষ্টনে আমি আবদ্ধ। বুকের উপর নরম মাংসপিণ্ডের পেষণ। মুখের উপর গরম নিঃশ্বাস। পুরুষাঙ্গ ভয়ে সংকুচিত ; বিকল। এই আদিমতা আমার অজানা। কী ভাবে নিস্তার পাব ! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চেতনাকে প্রাণপণে জাগরূক রাখার চেষ্টা করছি। কামনার জালে জড়াতে চাই না ; বাসনার জারকরসে সিঞ্চিত হতে চাই না। আমি চাই মুক্তি ; দীর্ঘ নিশ্বাস ; খোলা তেপান্তরের মাঠ। জড়ভরত আমি…অসার দেহ আস্তে আস্তে ভারমুক্ত হল। তবু ভয় আমার টুঁটি টিপে আছে। পাথরে মাথা ঠোকার শব্দ ; বোবা কান্না ; অস্ফুট কণ্ঠস্বর : 'পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো…।'

ক্ষমা কর দামিনী। আমি পারিনি। আমি ভীত, সন্ত্রস্ত। এলিমেন্টাল ফিয়ার। তোমার শরীর যে আমার পৌরুষের পরীক্ষা নেবে। তোমার মোহভঙ্গ হবে ! অকৃত-কার্যতার মুখোমুখি হতে আমি ভয় পাই। আমি পাথর নই। আমি সন্ত্রস্ত কাছিম যে খোলসের মধ্যে ঢুকে গেছে। কঠিন বর্মকে তুমি ভাবছ পাথর। তোমার ভাবনা যেন এই খাতেই বয়ে যায়। তোমার মোহমুক্তি যেন না ঘটে। মোহ ভাঙলে তুমি ভাঙবে, আমি ভাঙব। শ্রীবিলাস জানে আমি কবি। তাই তো অসামান্য লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেঁচে আছি ; যৌবনের প্রান্তে এসেও আমি সম্ভাবনাময়। লেখনী উদ্যত নয় ; উত্থিত নয় লিঙ্গ। মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাক তোমরা—শ্রীবিলাস প্রশ্ন তুলবে না আমার কলম কেন অচল ; দামিনী জানতে চেয়োনা আমার লিঙ্গ কেন নিদ্রিত। এলিমেন্টাল ফিয়ার।

পটভূমি

শহুরে কেতায় অনভিজ্ঞ শ্রীবিলাস এন্ট্রান্স পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ দিয়ে উচ্চশিক্ষার আশায় গোলদীঘির পাশের কলেজে অ্যাডমিশন নেয়। এই কলেজেই শচীশের সঙ্গে তার পরিচয়। কলকাতার সমাজে তার পরিচয় নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। তার নাম আছে, কিন্তু পদবী অজ্ঞাত। শুধু কুলপরিচয় : নিষ্ঠাবান কায়স্থ ঘরের সন্তান। এই পরিচয়েই কলকাতার সমাজে তার উপস্থাপনা। গাঁয়ের নিষ্ঠাবান কায়েতের ছেলে জানত না কলকাতার আভিজাত্য কাঞ্চনে। বনেদী বড় মানুষের পিতামহ-প্রপিতামহরা নিমকের দালালি করে মৃত্যুকালে অধস্তন পুরুষদের জন্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা

রেখে যান। এই বনেদী বাবুসমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, সোনার বেনে, গন্ধবেনে সবাই কাঞ্চনচ্ছটায় আলোকপ্রাপ্ত। গ্রামের ছেলের স্থানগত অবস্থান নিয়ে তাই শচীশের কোনো দ্বিধা ছিল না। শচীশ তাকে কৌতুকভরে ডাকত বিশ্রী নামে। গাঁইয়ারা শ্রীহীন; বিলাস কলকাতার বাবুদের মোনোপলি। নামেও এসে যায়, যখন সৌরভ অনভিজাত।

শচীশ ও শ্রীবিলাসের মধ্যে সম্পর্ক; সান্নিধ্যে, শ্রদ্ধায়, তাচ্ছিল্যে, দ্বিধাহীন আনুগত্যে, করুণায় দ্রব এক নিবিড় সম্পর্ক যা অনুধাবন করা যায়, কিন্তু সংজ্ঞা দেয়া যায় না। শচীশ-শ্রীবিলাস বন্ধুত্ব কৃষ্ণার্জুনের সখ্যের মতো—কর্তৃত্বের কাঠামোয় ধৃত। ভক্ত-ভগবানের নৈকট্য।

শচীশ

সাহিত্যের অধ্যাপক উইলকিনস্ সাহেবের প্রিয় ছাত্র শচীশ। ইংরাজী ও য়ুরোপীয় সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি যতটা ফেমাস, ততটাই বাঙালিদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার জন্য নটরিয়াস। ক্লাসে পড়ানোর সময় বাঙালি-অবয়ব নিয়ে কিছু বাঁকা মন্তব্য করেন : বাঙালির সরু সরু পা-গুলি শুধু চামড়া আর হাড়; হাঁটু সদাই কাঁপছে। মোদ্দা কথা : দ্য বেঙ্গলী'জ লেগ ইজ দ্য লেগ অব্ আ স্লেভ। এই বাঙালি-বিদ্বেষী সাহেবটির পক্ষপাত কি শুধুই শচীশের মেধার জন্য? খটকা লাগে। ওই সরু সরু খালি পা সম্বল করেই বাঙালিরা গোরাদের ফুটবলে পর্যুদস্ত করে শিল্ড জিতেছিল, তবুও ওই বিদ্বেষদুষ্ট মন্তব্যে তো সাহেব পিছপা হননি। দুর্মুখদের মন্তব্যে কি কিছু সারাৎসার আছে? শচীশের কটা রং দেখে সাহেবের কি মনে হয়ে থাকতে পারে তার ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের আট-আনি না হলেও, সিকি, দু-আনি বা অন্তত এক আনি য়ুরোপীয়?

শচীশের চেহারার সাথে আশ্চর্য মিল জ্যাঠামশাইয়ের। যে সন্তান মনে মনে কামনা করেছিলেন শচীশের মধ্যে তাকে খুঁজে পেলেন তিনি। হরিমোহন যখন পুরন্দরের বিয়ে দিতে তাড়ঘড়ি ব্যস্ত, জ্যাঠামশাই ইংরাজি ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন পাঠে শচীশকে আগ্রহী করে তোলেন। জ্যাঠামশাইকে শুধু নাস্তিক বললে অল্পকথনের অভিযোগ উঠবে; তিনি নাস্তিকতাবাদের প্রচারক। "ঈশ্বরের উপর মানুষের ভাল করার দায় না চাপিয়ে নিজেই সে দায় কাঁধে তুলে নাও। গ্রামের পর গ্রাম যদি মায়ের দয়ায় উজাড় হয়ে যায়, তবে, বাবা, মায়ের চাইতে জেনার সাহেবের উপর আস্থা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। গো-উপাসকদের কথা আলাদা; কারণ তাদের মস্তিষ্কে গরুর ত্যাগ-করা বস্তুর আধিক্য।"

নিষেধের বেড়াজালে মন পঙ্গু হয়ে যায়। তাই শচীশের সাথে সমস্ত বিষয় নিয়েই খোলামেলা আলোচনা করতেন জ্যাঠামশাই। সেক্সপীয়র, বেন্থামের সাথে সাথে তিনি 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে পড়ে শুনিয়েছেন শিব ও উমার মিলনের বর্ণনা। শচীশের

মধ্যযৌবনে ননিবালা—প্রথম নারী ; ননিবালা অসহায়, অনূঢ়া, হতভাগিনী। শচীশ হতভাগিনীর উদ্ধারকর্তা। প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধনে নিমগ্ন প্রাণ। শচীশ-ননিবালা ; পুরুষ ও নারী। কিন্তু এ প্রথম দর্শনে প্রেম নয় ; অনেকদিনের উষ্ণ সান্নিধ্যে ঘর বাঁধতে প্রতিজ্ঞ যুবক-যুবতী নয় এরা। একজন আশ্রয়প্রার্থী—অন্যজন আশ্রয়দাতা। শচীশের বিবাহের প্রস্তাব কোনো প্রেমের পরিণতি নয়। ব্রাত্যকে সমাজে অ্যাকোমোডেট করার সাধু চেষ্টা। বিয়ের প্রস্তাব ননিবালাকে দেয়া হয়নি। শচীশ প্রস্তাব রেখেছিল জ্যাঠামশাইয়ের কাছে।

শচীশ-ননিবালার বিয়ে মোটামুটি স্থির হয়েছে। জ্যাঠামশাই শচীশকে বিয়ের আগে নিভৃতে ননিবালার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে নির্দেশ দিলেন।

শচীশ : অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তোমাকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। জ্যাঠামশাইয়ের বয়স হয়েছে। দাদার উৎপাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

ননিবালা নীরব ; দৃষ্টি আনত।

শচীশ : এতবড় অন্যায় আমার চোখের সামনে ঘটতে দেব না। কুলের কালি মোছার জন্যই আমার এ প্রস্তাব, নইলে বিয়ে করার সখ আমার নেই।

ননিবালা : এ বিয়ে হবে না।

শচীশ : হবে না !

ননিবালা : আপনি মহানুভব, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। তাতে আমার গ্লানি বাড়বে।

শচীশ : আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

ননিবালা : আমি আমার কথা ভাবছি। আপনার দাদাকে জ্যাঠামশাই পাষণ্ড ডাকলেও, তিনি রক্তমাংসের মানুষ। আপনি অশরীরী—অশরীরীর সাথে ঘর বাঁধা যায় না। আপনার চোখে আমি নারী নই, শুধুই বোঝা।

শচীশ : কিন্তু জ্যাঠামশাই !

ননিবালা : তাঁকে আমি বুঝিয়ে বলব।

শচীশের ডায়রী :

মহত্ত্বের জন্য কোনো খেসারত দিতে হল না আমাকে। ননি আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেছে আত্মহত্যা করে। ছাপোষা সংসারীর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল না। অব্যাহতি পেলাম বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব থেকে। আমার কথা ভেবেই বোধ হয় ননিবালা প্রসব করেছে মৃত সন্তান। ওই অবাঞ্ছিত শিশুকে নিয়ে আমি কি করতাম? ডেকার্টের লেখা একটি চিঠির অংশ মনে পড়ছে ; আমস্টার্ডামে লেখা ; ৫ মে, ১৬৩১ : 'এই বড় শহরে, আমি ছাড়া, আর সবাই কাজে ব্যস্ত ; এত ব্যস্ত তাদের লাভ-লোকসান নিয়ে যে আমি সারাজীবন এখানে থাকলেও আমি কারো গোচরে আসব না।...প্রতিদিন বিভ্রান্ত জনতার মাঝে আমি পায়চারি করি। রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি। আমার চোখে মানুষগুলি সারিবদ্ধ গাছগুলি থেকে আলাদা নয় অথবা আলাদা নয় বাগানে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো

পশুগুলি থেকে। তাদের কোলাহল ঝর্ণার অর্থহীন কুলুকুলু ধ্বনির মতো ; আমার দিবাস্বপ্নে তা ব্যাঘাত ঘটায় না।'
...ননিবালা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে...আমার চোখ দেখতে শেখেনি। আমার চোখে সে ছিল শুধুই কলঙ্কিনী ; জগতের হিত করার আমার উদগ্র বাসনার মাধ্যম। দেখতে পাচ্ছি তার ম্লান মুখ, কিন্তু মালিন্যের ছোঁওয়া নেই। তার কাল চোখে গভীরতা ; আছে মৃত্যুর ছায়া।

দামিনী

সেদিন আকাশে আলো ফোটেনি তখন ; নদীর ধারের পোড়ো বাড়ির আস্তানা ছেড়ে শচীশ ওপারে বালুচরে চলে গেল। দামিনী অভুক্ত, প্রতীক্ষারত। এ প্রতীক্ষা শান্ত নয় ; সমাহিত নয় ; এ অস্থির। আবেগতাড়িত। অধোমুখী নারী শচীশকে গৃহস্থালির পাকে জারিত করতে চায়। অনাসৃষ্টির বর্গে বসিয়েও মন মানে না...নারীর জিগীষা মাথা চাড়া দেয়...পোষ মানাতে ছোটে পুরুষকে। সূর্য মধ্য আকাশে। খাবারের থালা নিয়ে হাঁটুজল ভেঙে নদী পেরিয়ে অন্যপারের দিকে চলল দামিনী। তমসা-আবৃত রাতের প্রত্যাখ্যান কি দিনের আলোয় পুনর্বিবেচিত হবে।
পায়ের নীচে চারদিকে শুধু বালুরাশি ; শুকনো, তপ্ত। মাথার উপর শূন্যতা আগ্রাসী-ভাবে শূন্য। সীমাকে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে শূন্যতা।
অন্তহীন শূন্যতার মাঝে অনুসম স্থান জুড়ে আছে দামিনী। ক্ষুদ্র। অকিঞ্চিতকর। মথিত আবেগ বাষ্প হয়ে শূন্যে লীন। পৃথিবীর রং বোঝা যাচ্ছে না। জলহীন বাতাসে মৃত্যুর স্বাদ। সূর্য প্রাণের উৎস নয়, মৃত্যুর দোসর। বেলা-অবেলা-কালবেলা একাকার।...দামিনীর হাত থেকে থালা খসে পড়ে।...দামিনী ভীত ; দামিনী ভয় পেয়েছে। দামিনী পালাতে চায়...দামিনী পালায়। ঘরে ফিরে চার দেয়ালের মাঝে বুক ভরে বাতাস নেয় দামিনী।

শ্রীবিলাস

দামিনী আমার মুখে বোল ফুটিয়েছে।
শব্দ : বাক্য : কথা—দর্শন। আমার দর্শন নেই ; কারণ আমার কথা নেই ; আমার কথা নেই ; কারণ আমার বাক্য নেই ; আমার বাক্য নেই ; কারণ আমার শব্দ নেই। য়ুরোপীয় শব্দ-বাক্য-কথা আত্মসাতের প্রচেষ্টায় ছাত্রজীবনে আমি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ মার্কা। উচ্চ-বর্গের শব্দরা আমাকে শাসন করে। চালনা করে। অদৃশ্য সুতোর টানে আমার বুদ্ধি বাঁধা থাকে—মন উচাটন হলে শাসন করে শব্দ ; আমার নয়। শচীশের কথা আমার কথা ; জ্যাঠামশাইয়ের মত আমার মত ; লীলানন্দস্বামীর প্রলাপ আমার প্রলাপ। কিন্তু আমি দামিনীকে দেখেছি। আমি কথা পেয়েছি, শব্দ পেয়েছি। দেখতে শিখেছি : আমার দর্শন। শব্দগুলোর পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে ; জীর্ণ ; ভণিতা-সর্বস্ব। সৃষ্ট হচ্ছে নতুন শব্দ অথবা চেনা শব্দরা পাচ্ছে পুনর্জন্ম। আমি শ্রীবিলাস (উচ্চবর্গের লেখক আমাকে পদবীহীন করেছেন) এখন দ্বিজ হলাম (আশাহত হলেন অনেকে)।

... ...

ফাল্গুনের ক্ষত নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম একা। সঙ্গে দামিনী নেই। শ্মশানে চিতার আগুনে দামিনীর রোগে-ভোগা দেহ ছাই হয়ে গেল। আগুনের সাথে দামিনীর মিল আছে ; তবে কিছুটা। আগুন শুধুই পোড়ায়। দামিনী পোড়ায় এবং নিজেও পোড়ে! দামিনীর কি স্বর্গবাস হবে? পরলোক নিয়ে আমার দুর্ভাবনা নেই ; তবু। মৃত্যুর মুহূর্তেও দামিনী আমার কাছে মোহময়ী। মরণের পূর্বক্ষণে আমাকে (দামিনী তার স্বামীকে) প্রণাম করে বলেছিল : "সাধ মেটেনি, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই"।

মৃত্যুকালীন উক্তি আদালতেও সত্য বলে গ্রাহ্য হয়—কিন্তু আমার বেলায়? একি সত্য না শেষ স্তোকবাক্য। দামিনী অমৃতময়ী। দামিনী অনৃতভাষিণী। সাধ অবশ্যই তার মেটেনি। সাধ্য কি আমার দামিনীর জীবনপিয়াস মেটাই? জন্মান্তরে আমাকে তো পেতেই হবে ; আমাকে অবলম্বন করেই শচীশকে পেতে হবে। খুঁজতে হবে তার দয়িতকে।

লীলানন্দস্বামীর আখড়ায় মস্ত কড়াইয়ে রস সৃষ্টি হচ্ছে ; প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পুরুষের রসের সাধনা। শচীশের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আমি সঁপে দিয়েছি আমার / জ্যাঠামশাইয়ের নাস্তিকতা লীলানন্দস্বামীর পায়ে। এখন আমার কথা নিবৃত্তিযোগ : লীলানন্দস্বামীর দান। মানুষের লীলা মোটামুটি চলছিল, কিন্তু বাদ সাধল দেবতার লীলা। দামিনী। পরলোকের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে বিদ্রোহিনী। উদ্ধত গ্রীবা ; ভ্রূকুটিতে ঘৃণা জানায় চারদিকের ভীরুতাকে।

... ...

আমি দামিনীকে দেখলাম। আমি দামিনীকে আবিষ্কার করলাম : কামনা-বাসনার শরীরী মূর্তি ; লজ্জাহীন-শোণিতবর্ণ। বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধনায় সংকুচিত নয় ; স্বচ্ছন্দ ইন্দ্রিয়বিলাসিনী ; শুচি নয় অশুচি নয়, সহজ স্বৈরিণী। অনেক নরক মন্থনের পর উঠে এসেছে নারী ; একহাতে অমৃতপাত্র, অন্যহাতে বিষভাণ্ড। সুধায়-গরলে দীপ্র নারী : আমার উদ্ধার। তার চোখে বিশ্বব্যাপী কালিমা ; নীল কালি : যমুনার জল। উন্নত বুকে তুফানের আভাস, নিটোল ঊরুর গতিতে কাপড়ের ভাঁজ থেকে ছিটকে আসছে আদিম বিলাস।

শচীশ মাধুর্যের সন্ধানে শূন্যপানে চেয়ে আছে ; দৃষ্টি নামিয়ে আনলে দেখতে পেত মধুরতমাকে। জীবনে লজ্জাকর অনুপস্থিতি নিয়ে বেঁচে আছে শচীশ। প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! প্রচুরতম মানুষ কোথায় থাকে—কিভাবে থাকে—কি তাদের গ্রাসাচ্ছদন—কিভাবে প্রেম করে—সন্তানের জন্ম দেয়—কিভাবে মারা যায় : সব শচীশের অজানা। এই আশ্চর্য অজ্ঞতা শচীশের জীবনযাপনে কোনো ছায়া ফেলেনা। মানুষ তার কাছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া ; মানুষী প্রকৃতির চর। দামিনীকে চোখভরে দেখেনি শচীশ : দেখতে পারেনি তাই ধন্যবাদ শচীশকে। ঈশ্বরের করুণা

শচীশের জন্য তোলা থাক। আমি তাতে ভাগ বসাব না। বৈরাগ্য নয় : রাগের সাধনেই আমার পরম সুখ। দামিনীর পায়ের তলায় আহ্লাদী বিড়াল। আমি ভাষা পেয়েছি ; আমি আর দুর্লভ তোতাপাখী নই। আমি বাঁচতে শিখেছি।

আমি জানি শচীশ আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে ; কিন্তু সে জানে না আমি তাকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করি। যে পাটাতনে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে তাকানো শচীশের ধাতে নেই ; দৃষ্টি নিবদ্ধ উপরে। পায়ের তলার পাটাতন সরে গেলে ? ···ঝপাস। শচীশকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি দামিনীকে। পারি না। না-পারা ভালবাসা না দুর্বলতা। এই অনুভূতির সংজ্ঞা কে দেবে প্রভু না দাস ? প্রভুত্বের পাঁকে ডোবা, নিয়ন্ত্রণের আস্বাদে অভ্যস্ত শচীশের আনন্দ কেন কেড়ে নেব ? গ্রেটেস্ট গুড অব্ দ্য ফিউয়েস্ট নাম্বার আমার ডেস্টিনি।

দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের বিয়ে হয়েছে। দামিনীর ভার স্বামীজির ঘাড় থেকে নামল। ভার অবশ্য অনেকটাই হাল্কা হল স্বামীজির। তার সৌরজগৎ থেকে চ্যুত হল প্রধান দুটি গ্রহ—শচীশ ও শ্রীবিলাস। শ্রীবিলাস গৃহী। শচীশ গৃহী নয়, কিন্তু গৃহস্থের গৃহের বন্দোবস্ত শচীশ ঠিক করে দিল। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে স্থান পেল শ্রীবিলাস-দামিনী। গৃহ পেলেও গৃহী হওয়া হল না শ্রীবিলাসের ; কারণ দামিনী গৃহিনী নয়। সে নয় শ্রীবিলাসের অর্ধাঙ্গিনী। শচীশের দেখাশোনার ভার নিল দামিনী। অতএব শচীশকে সামলানোর দায় শ্রীবিলাসেরও ! ছা-পোষা গৃহস্থ নয় শ্রীবিলাস ; সে শচীশের সেবাইত। সে দামিনীর স্বামী নয়, দামিনীর অবলম্বন।

আমি মহাভারতের রাজাদের মতো। অপেক্ষা করে আছি ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য ; দেবতার অনুগ্রহ হলে দেহ দিয়ে লালন করে জন্ম দেবে দামিনী একটি নতুন প্রাণের। দামিনীর আত্মজকে পিতৃ-পরিচয় দেব আমি। এবং অপত্য স্নেহ। কৃপণ নয় দামিনী, অকৃতজ্ঞও নয়। মাঝে মাঝে অনুগ্রহ পাই—প্রেমহীন সঙ্গমে চরিতার্থ হয় একজনের কামনা—অন্যজনের ঋণশোধের দায়।

শচীশের ডায়রী :

ননিবালার মাঝে আমি যে নারী দেখতে পাই সে বিষাদময়ী ; সুন্দরী। তার কালচোখে মৃত্যুর ছায়া। কিন্তু সে মৃত্যু করাল নয়। সে মৃত্যু শুধু সমাপন। দামিনী মৃত্যুঞ্জয় ; জীবনকে নিংড়ে নিয়ে তার রসের শেষ ফোটাটুকুও চেখে দেখতে চায়। চোখে জ্বলছে অপরূপ উজ্জ্বলতা ; শ্বাপদিনীর মতো। অনন্যা···ক্ষীণাঙ্গ পুরুষের শরীর বেমানান, অশ্লীল।

দামিনী

সূর্যের আলোয় চকমক করছে তার বর্ম, তলোয়ার। ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে সবার মাঝখানে এসে চকিতে তুলে নিল, ভীত-সন্ত্রস্ত আমি, আমাকে ঘোড়ার পিঠে। রোমশ বুকে নিষ্পেষিত আমি ; পাঁজর টনটন করছে ; বিবস্ত্র হচ্ছি আমি। দূরে দাঁড়িয়ে শিবতোষ জপ করছে : নারায়ণ, নারায়ণ।··· ···ভীষণ-দর্শন ওঝা আমার খোলা পিঠে চাবুক মারছে—সপাং সপাং···সারি সারি মুখ, বিস্ফারিত

চোখ ; উল্লাসে চিৎকার করছে : আরো, আরো, আরো। গলগল করে বইছে রক্তের নদী ; দুই কূল উপচে পড়ছে, ভেসে গেল গ্রাম-জনপদ।...তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন শরীরে ঘন নিঃশ্বাস...গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী। কদাকার গিরগিটি শরীরের আনাচ-কানাচ চেরা জিভ দিয়ে চাটছে...ক্লেদাক্ত, পিচ্ছিল। ...সৌম্যদর্শন বুড়ো সালঙ্কারা কন্যাদান করছে এক ধূসর রঙের শেয়ালকে। ...স্বয়ম্বরা ; সভায় অসংখ্য শচীশ...উদ্‌ভ্রান্ত বালিকার হাতের বরণমালা ঈগলপাখী হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।...পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কালো ঘোড়া ছুটে চলছে।

আমি মানুষ নই ; আমি মেয়েমানুষ। আমি কন্যা—পুরুষের আদরের-স্নেহের বস্তু ; আমি স্ত্রী—পুরুষের সেবা যোগানোর, কামনা-বাসনা মেটানোর বস্তু ; আমি মা—সন্তান ধারণ ও লালনের বস্তু।

আমি সন্তানহীনা বিধবা। আমার ক্লীব স্বামী মৃত্যুর আগে স্থাবর সম্পত্তি সমেত আমাকে সঁপে দেন গুরুর পায়ে। মেয়েমানুষের আহ্লাদ থাকতে নেই, বাসনা থাকতে নেই, মন থাকতে নেই। মাটির ঢ্যালার মতন আমাকে নিয়ে এক হাত থেকে আরেক হাতে নাড়ানাড়ি চলছে। আস্তে আস্তে স্বামীজি ও তাঁর চ্যালারা বুঝতে পারছেন আমি কাদার তাল নই ; আমি মহামায়ার অংশ।...নপুংসকদের মাঝে আমি দেখতে পেয়েছি পুরুষকে। তাঁকে আমি টানি, কিন্তু সে আকর্ষণের জোর বড়ই কম। ফাঁদের চারপাশে আসে, ফাঁদে ধরা পড়ে না। অবহেলা, উপেক্ষা করে চলে যায়। শ্রীবিলাসবাবু আমার দেহের তুলনা খুঁজে পেয়েছিল আমেরিকার কলোরাডো নদীর সাথে। দু'শ বছর ধরে কলোরাডো একটু একটু করে পাথর কেটে এগিয়ে চলেছে।

শ্রীবিলাসবাবুর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। বড় ভাল মানুষ ; মাঝে মাঝে মনে হয় বড় অন্যায় রকমের ভাল। তার রাগ নেই, অভিমান নেই, জ্বলুনি নেই। সন্তান কামনা করলেও, জানে তার সন্তান আমি গর্ভে ধরব না। তবু তার কোনো বিকার নেই ; উল্টে আমার সমব্যথী।

......'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার'—বলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে কোথায় হারিয়ে গেলেন ? তাঁর মনের হদিস কোনো দিন পাইনি, কিন্তু মাঝে মাঝে দেহটার পরিচর্যা তো করতে পেতাম ! এখন আমার বাঁচার অবলম্বন কী হবে ?

অবজ্ঞায়-অনাদরে শরীর ঠিক থাকে। বিয়ের পর শ্রীবিলাসবাবুর যত্নে ব্যামো নামের বিলাসটি শরীরে উপসর্গ হয়ে দেখা দিল। বিভিন্ন চিকিৎসায় হাড়মাস এক হওয়ার পর ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন হাওয়া বদল করার। কোনো লাভ নেই জেনেও শ্রীবিলাসবাবু আমার শেষ খেয়াল মেটাতে নিয়ে এসেছেন সমুদ্রের ধারে।...শমন শিয়রে ...তাঁর দেখা নেই। কিন্তু জন্মান্তর আছে ; অনেক জন্ম আছে। আমি কলোরাডো নদী...পাথর আমি কাটবই। আমার হাতে আছে দু'শ কোটি বছর।

শব্দের বেড়াজাল কেটে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। এবার আমার প্রতিপক্ষ আমি ; সাধারণ মরদেহ জীবদের বোঝানোর পালা নয়। যে নিপুণ জাল বুনে এসেছিল, আজ

মাকড়সা তাতেই বাঁধা পড়েছে। যে কথার মোহজালে অপরকে বেঁধেছি, তারই জালে আমি ধরা পড়েছি। আমি মুক্তি চাই। শব্দকে অর্থহীন হতে হবে; হতে হবে নির্ভার, ধ্বনিশূন্য। আমাকে দাও সেই অনুভূতি যা ইন্দ্রিয়শাসিত নয়! আমার প্রমাণ করার কিছু নেই। আমি সৃষ্টি করব না, সৃষ্টিকর্তার মাঝে লীন হব। সৃষ্টির অসংখ্য বাঁধনে তিনি বাঁধা থাকেন; তিনি লীলাময়। ঈশ্বরের লীলাতেই যদি মজে থাকি, ঈশ্বরের খোঁজ আমি পাবনা। ...এক বিশাল না-এর গহ্বরে আমি ধীরে, অতি ধীরে হারিয়ে যাচ্ছি।

... ...

কোথায় পড়েছিল শ্রীবিলাস : দ্য সেইন্ট ইন হুম গড্ ডিলাইট্‌স্ ইজ দি আইডিয়াল্ ইউনাক্।□